"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা
ই-হজ ব্যবস্থাপনা"।

অতিব জরুরি
হজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hajj.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৫.১৭.২৮৬

তারিখ: ০৬/০৩/২০১৮ খ্রি.

বিষয়: লিড (নিবন্ধনকারী) এজেন্সি নির্ধারণ এবং সর্বনিম্ন কোটাপূরণ বিষয়ক সমঝোতাপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৩৯ হিজরি/২০১৮ খ্রি. সনের হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য লিড (নিবন্ধনকারী) এজেন্সি নির্ধারণ এবং সর্বনিম্ন কোটাপূরণ বিষয়ক অনুমোদিত সমঝোতাপত্রটি নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৩ (তিন) পাতা।

০৭/৩/১৮

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সহকারী সচিব (হজ)
ফোন: ৯৫৮৪৩২২
ফ্যাক্স: ৯৫১১১১৬
e-mail:morahajsection@gmail.com

পরিচালক
হজ অফিস
বিমানবন্দর, ঢাকা।

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৫.১৭.২৮৬

তারিখ: ০৬/০৩/২০১৮ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. ভারপ্রাপ্ত সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ভারপ্রাপ্ত সচিবের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উক্ত পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা (বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিগুলোকে অবহিত করণের অনুরোধসহ)।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (উক্ত পত্রটি হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস কপি।

০৭/৩/১৮

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সহকারী সচিব (হজ)।

ফরম-১৩

লিড এজেন্সী নির্ধারণ এবং সর্বনিম্ন কোটাপূরণ বিষয়ক সমঝোতাপত্র

১৪৩৯ হিজরি (২০১৮ খ্রি.) সনের পবিত্র হজ সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গত ১৪/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বি-পাক্ষিক হজচুক্তি সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক হজচুক্তি, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এবং হজ প্যাকেজ অনুসরণ বাধ্যতামূলক। একইসঙ্গে হজ প্যাকেজের অনুচ্ছেদ-৩.২২ মোতাবেক এজেন্সী প্রতি হজযাত্রী ন্যূনতম ১৫০ হতে হবে। যে সকল হজ এজেন্সী নূন্যতম ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেনি, সে সকল এজেন্সী অন্য এজেন্সীর সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে লিড এজেন্সী নির্ধারণপূর্বক হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ হজ কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে .....-কে লিড এজেন্সী হিসেবে হজ কার্যক্রম পরিচালনায় যাবতীয় দায়-দায়িত্ব দিতে সম্মত হয়েছে।

২। সমঝোতাপত্রে উল্লেখিত এজেন্সীসমূহের বিপরীতে প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রীগণের সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে এই সমঝোতাপত্র সম্পাদিত হলো।

শর্তাবলী :

(১) নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে ..... কে লিড এজেন্সী হিসেবে গণ্য করা হলো;

(২) হজযাত্রী সংখ্যানুপাতে প্রতি ৪৫ জনে ১জন করে হজগাইড নির্ধারণ করা হলো। তবে নির্ধারিত হজগাইডের তালিকা লিড এজেন্সীর প্যাডে সীল ও স্বাক্ষরসহ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর জমা এবং HMIS-এ PID প্রদান করতে হবে;

(৩) মোনাজ্জেম অবশ্যই লিড এজেন্সীর হতে হবে;

(৪) আমাদের এজেন্সীতে নিবন্ধিত হজযাত্রীগণের বাংলাদেশ হতে বিমান যাত্রার পূর্ব প্রস্তুতিসহ সৌদি আরবে যাতায়াত, আবাসন, খাওয়ার ব্যবস্থা, মোয়াল্লেমের সাথে অনুষ্ঠিত চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম অতিরিক্ত সেবা ক্রয়পূর্বক নিশ্চিতকরণ এবং কুরবানীসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সকল আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি লিড এজেন্সী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে;

(৫) হজযাত্রী নিবন্ধনের জন্য ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক হিসাব ও IBAN পরিচালনা এবং পাসপোর্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব লিড এজেন্সী বহন করবে। এতে সমঝোতাকারী এজেন্সী/এজেন্সীদের কোন আপত্তি থাকবে না।

(৬) সৌদি আরবে বাড়িভাড়াসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির অনুচ্ছেদ-৮ ও হজ প্যাকেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া এজেন্সীর জন্য সৌদি আরবে হজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম লিড এজেন্সীকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা গ্রহণপূর্বক) নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে;

(৭) সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ সরকারের কাউন্সেলর (হজ), কনসাল (হজ) ও মৌসুমী হজ অফিসারসহ যারা দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। একইসঙ্গে উক্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন পরামর্শ/নির্দেশনা প্রতিপালন করত: সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(৮) হজযাত্রীদের জন্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ,নির্দেশিকা এবং হজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালন করতে হবে।

৩। উপর্যুক্ত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৩৯ হিজরি (২০১৮ খ্রি.) সনের হজ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে আমরা (নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ) সকল পক্ষ একমত হয়ে স্ব স্ব এজেন্সীর হজযাত্রীগণের নামের তালিকা এবং মোনাজ্জেমের নাম (ছবিসহ) সংযুক্ত করত: ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করলাম।

৪। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৯ হি./(২০১৮ খ্রি.) এর অনুচ্ছেদ ৪.৩.২ ও ৪.৩.৩ এর বিধান অনুযায়ী আমি.....হ. লা. নং..... এর মালিক/স্বত্তাধিকারী লীড এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে সমঝোতাকারী এজেন্সির নিকট হতে হাজি প্রতি হিসাব অনুযায়ী সমুদয় অর্থ গ্রহণ করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম। সমঝোতাকারী এজেন্সির সকল হাজির সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব লীড এজেন্সি হিসেবে আমার এজেন্সি সম্পাদন করবে।

৫। আমি.....হ.লা.....এর মালিক স্বত্তাধিকারী আমার লাইসেন্সের আওতাভূক্ত সকল হাজীদের খরচ বাবদ সমূদয় অর্থ লীড এজেন্সির মালিক/স্বত্তাধিকারী জনাব..... কে বুঝিয়ে দিয়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম।

প্রথম পক্ষ (লিড এজেন্সী)

স্বাক্ষর :

নাম :

NID নং:

মোবাইল নং :

এজেন্সীর নাম :

হজ লাইসেন্স নম্বর :

হজযাত্রীর সংখ্যা :

১ম সমঝোতাকারি

স্বাক্ষর :

নাম :

NID নং:

মোবাইল নং :

এজেন্সীর নাম :

হজ লাইসেন্স নম্বর :

স্থানান্তরিত হজযাত্রীর সংখ্যা :

২য় সমঝোতাকারি

স্বাক্ষর :

নাম :

NID নং:

মোবাইল নং :

এজেন্সীর নাম :

হজ লাইসেন্স নম্বর :

স্থানান্তরিত হজযাত্রীর সংখ্যা :

সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা :

১।

স্বাক্ষর :

নাম :

পরিচালক, হজ অফিস,
ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের পক্ষে)

২।

স্বাক্ষর :

নাম :

দাপ্তরিক সীল:

হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব
বাংলাদেশ (হাব) এর প্রতিনিধি

৩।

স্বাক্ষর :

নাম :

দাপ্তরিক সীল:

বিজনেস অটোমেশন লি: এর প্রতিনিধি